থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

THESPIAN

MAGAZINE

An International Refereed Journal of Inter-disciplinary Studies

Santiniketan, West Bengal, India

DAUL A Theatre Group©2013-23

Title: রবীন্দ্রনাথ ও অজিতকুমার চক্রবর্তীর সম্পর্ক: চিঠিপত্রের আলোকে

Author(s): Debasish Ghosh

DOI: https://doi.org/10.63698/thespian.v11.1.SCEE4473

Published: 03 July 2024.

রবীন্দ্রনাথ ও অজিতকুমার চক্রবর্তীর সম্পর্ক: চিঠিপত্রের আলোকে © 2024 by Debasish Ghosh is licensed under CC BY-NC 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Yr. 11, Issue 17-22, 2023

Autumn Edition
September-October

thespian.articles@gmail.com | www.thespianmagazine.com

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

Chief Editor
Professor Abhijit Sen
Professor (retired), Department of English
Visva-Bharati, Santiniketan

Editor of
Autumn Edition 2023
Samipendra Banerjee
Associate Professor and Head
Department of English
University of Gour Banga, Malda, West Bengal

Managing Editor
Dr. Bivash Bishnu Chowdhury
Researcher and Artiste

Associate Editors
Dr. Arnab Chatterjee
Assistant Professor in English,
Harishchandrapur College, Maldah, West Bengal

Dr. Tanmoy Putatunda
Assistant Professor of English,
School of Liberal Studies
Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) University
Bhubaneswar, Odisha

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

Peer-Review Committee of
Autumn Edition'23

Editor of
Autumn Edition 2023
Samipendra Banerjee
Associate Professor and Head
Department of English
University of Gour Banga, Malda, West Bengal

⇒ Professor Abhiji Sen, Professor (rtd.), Department of English, Visva-Bharati, Santiniketan, West Bengal, India.
⇒ Dr. Arnab Chatterjee, Asst. Professor of English, Harishchandrapur College, Maldah, West Bengal, India.
⇒ Dr. Asit Biswas, Associate Professor, WBES, Department of English, P.R. Thakur Govet. College, Takurnagar, North 24 Paraganas, West Bengal, India.
⇒ Dr. Debarati Ghosh, Assistant Professor and Head, Department of English, St. Xavier's Colleage, Burdwan, West Bengal, India.
⇒ Sri Dibyabibha Roy, Assistant Professor of English, Malda Women's College, Malda, West Bengal, India.
⇒ Sri Tapas Barman, Assistant Professor of English, Samsi college, Malda, West Bengal, India.

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

রবীন্দ্রনাথ ও অজিতকুমার চক্রবর্তীর সম্পর্ক: চিঠিপত্রের আলোকে

দেবাশীষ ঘোষ, পি.এইচ ডি. গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ

সংক্ষিপ্তসার

একজন স্নেহের কাঙাল, অন্যজন স্নেহে অনুরক্ত। একজন ‘সমস্ত অন্তরের লুণ্ঠিত প্রণাম’ প্রদান করে তৃপ্ত হন, অন্যজন বয়োকনিষ্ঠের প্রজ্ঞার উপর শ্রদ্ধা রাখেন। একজন ভক্ত, অন্যজন কবি। দুজন ব্যক্তির একজন অজিতকুমার চক্রবর্তী অন্যজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বন্ধু সতীশচন্দ্র রায়ের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হয় অজিত কুমারের। কবির প্রতি গভীর অনুরাগে অজিতকুমার চক্রবর্তী শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন অল্প বয়সেই। ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথ ও অজিতকুমারের মধ্যে তৈরি হয় গভীর শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্ক। অজিতকুমার ছিলেন প্রধানত ভাবের মানুষ। রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে ভাব ও বাস্তবের মিলন ঘটিয়ে তাকে প্রকৃত কর্মী করে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আদর্শ শিক্ষক ছিলেন অজিতকুমার। বিদ্যালয়ের বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারের হাতে অর্পণ করেছিলেন। একটা সময় এই দুজনের সম্পর্কে কিছু ভুল বোঝবুঝি তৈরি হলেও সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। রবীন্দ্রনাথের প্রতি অজিতকুমারের ছিল অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধা। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ অজিত চক্রবর্তীর কাছে নিজেকে মেলে ধরতে পেরেছিলেন। অজিতকুমারের মনন ও প্রজ্ঞার প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল আস্থা। সাহিত্যতত্ব, সমাজতত্ব, বিজ্ঞানের বহু জটিল বিষয় নিয়ে অজিতকুমারের সঙ্গে আলোচনা করতেন রবীন্দ্রনাথ। অজিতকুমারকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত যেতেও তিনি সাহায্য করেছেন। শারীরিক অসুস্থতায় অজিতকুমার যখন আর্থিক সমস্যায় পড়েছেন, তখন সাহায্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ। অপরদিকে অজিতকুমারের পুরো জীবনই ছিল রবীন্দ্রনাথের জন্য উৎসর্গীকৃত। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আদর্শকে বাস্তবায়িত করা, রবীন্দ্র সাহিত্যের সঠিক ব্যাখ্যা, বিদেশে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রচার - এগুলি সারাজীবন নিরলসভাবে করেছেন অজিতকুমার।

রবীন্দ্রনাথ ও অজিতকুমারের সম্পর্ক নিয়ে প্রচলিত ধারণা দুজনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। আমরা এই প্রবন্ধে দেখাতে চেয়েছি সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি হলেও দুজনের মধ্যে শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্ক চিরকাল বজায় ছিল।

Article History

Received **28 Dec. 2023**
Revised **29 May 2024**
Accepted **23 June 2024**

Keywords

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজিতকুমার চক্রবর্তী, নিবিড় অন্তরঙ্গতা, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়, সামাজিক ও সাংগঠনিক সম্পর্ক

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

একজন ‘স্নেহাকাঙ্ক্ষী’, অন্যজন ‘স্নেহানুরক্ত’। একজন ‘সমস্ত অন্তরের লুণ্ঠিত প্রণাম’ প্রদান করে তৃপ্ত হন, অন্যজন বয়োকনিষ্ঠের প্রজ্ঞার উপর ‘শ্রদ্ধা’ রাখেন। একজন ‘ভক্ত’ একজন ‘কবি’। এই দুই ব্যক্তি একজন অজিতকুমার চক্রবর্তী অন্যজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রমে ১৯০৪ খ্রি. যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ ও অজিতকুমার চক্রবর্তীর মধ্যে যে চিঠি আদান-প্রদান হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে দুজনের সম্পর্কটি আমরা অনুধাবন করার চেষ্ট করব। ১৯০৩ সাল থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে চিঠির আদান-প্রদান হয়েছে। পনেরো বছরে অজিতকুমারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র সংখ্যা ১৪২। অজিতকুমারের চিঠির সংখ্যাও অনুরূপ অথবা তারও কিছু বেশি হওয়াই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর লেখা চিঠির অতি সামান্য অংশই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তাঁর চিঠির সংখ্যা ৩৪ টি মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের মতো মানবচৈতন্যস্পর্শী মহান কবি, পূর্ণতার সাধনায় যাঁর ছিল আত্মনিবেদন, যিনি মানুষের জন্য সুস্থ সুসঙ্গত সংস্কৃতি গড়ে তুলতে যথাসাধ্য করেছেন, তাঁর সঙ্গে নিজের জীবন যুক্ত হতে পেরেছিল বলে অজিতকুমার নিজেকে ধন্য ও সৌভাগ্যবান বলে মনে করতেন। জীবন মহাকাশের ঠিকানা তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। তাঁর প্রাণে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন স্পন্দমান, সঞ্জীব, তা তিনি যখন যে অবস্থায় থাকুন না কেন। এই সান্নিধ্যের ফলে অজিতকুমারের জীবন আলোচনায় আমরা শুধু তাঁকেই জানতে পারি না, কবিকেও গভীরভাবে পেয়ে যাই। কৃতজ্ঞতাবোধে অজিতকুমার একবার তাঁকে লিখেছিলেন-

> আমার বুদ্ধি, কল্পনা, হৃদয়, প্রকাশশক্তি, আমার সমস্ত অস্তিত্ব আপনার দ্বারা পূর্ণ – একথা যখন অনুভব করি তখন ভাবি যে বিধাতা বোধহয় আপনার দ্বারা তিনি যাহা করাইয়া লইতে চান তাহারি আয়োজনের জন্য আমাকেও আপনার শ্রীচরণে টানিয়া আনিয়েছেন। আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে আমার সঙ্গে আপনার সম্বন্ধের কোথাও যেন কোনো ব্যবধান না থাকে, আপনি যেন সম্পূর্ণরূপে আমাকে গ্রহণ করেনা। (দ্রষ্টব্য: চক্রবর্তী, *ভক্ত ও কবি* ২৭২)

অজিতকুমারের পিতা শ্রীচরণ চক্রবর্তী ব্রহ্মসমাজের বিশিষ্ট কর্মী হওয়ার কারণে অনেক জ্ঞানী ও বিদগ্ধজনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমরা অনুমান করতে পারি সেই সূত্রে বালক অজিতকুমারও তাঁদের সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। অজিতকুমার নিশ্চয়ই পিতা ও পিতৃবন্ধুদের সূত্রে শৈশবেই রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে থাকবেন। খুব অল্প বয়স থেকেই তিনি গ্রন্থাসক্ত ছিলেন তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। এছাড়াও শিশুকাল থেকে তিনি গান গাইতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গান ছাড়া তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীতও তিনি গাইতেন। এগারো বছর বয়সে পিতৃহারা হবার পর যে পরিমণ্ডলে তিনি বড়ো হয়ে উঠেছিলেন, সেখানেও বিভিন্নভাবে কবি সম্পর্কে তাঁর ক্রমশ আগ্রহ কৌতূহল বাড়তে থাকে। এই সময়ে তাঁর অনুভবের কথা জানা যায় পরবর্তীকালে সাধারণ ব্রহ্মসমাজ মন্দিরে ছাত্রসমাজের অধিবেশনের ভাষণে। তিনি বলেছিলেন-

> ছেলেবয়সে যখন কবির কবিতা পড়িতাম "বলিছে মেঘের কণকের ত্রিশূলে", "গগনে গরজে মেঘ ঘনবরষা" কিম্বা গাহিতাম "তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার" তখন কোনো কবিতার অর্থ বুঝিবার দরকারও ছিল না। শুধু মনে পড়ে মনটা কিরকম উতলা হইয়া উঠিত, সমস্তই কি ভালোই লাগিত। . . . তখন কবিকে মনে হইত যেন কোনো ইন্দ্র . . . বিচিত্র তুঙ্গাভ্রলোকবাসী। পৃথিবীর সমস্ত রূপকথার রূপলোকের কাম্যবস্তুটি হইয়া তিনি ছিলেন আমার সেই তরুণ মনটিতে, আমার শৈশব কল্পনায়। (দ্রষ্টব্য: চক্রবর্তী, "রবীন্দ্রনাথ" ৩৭)

এই কথারই অনুরূপে রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতেও পাই, "আমি আপনাকে আবাল্য পূজা করেছি- ছেলেবেলায় আপনাকে আমার মনের মধ্যে কোনো ইন্দ্রলোকে স্থাপিত করে দেবতার মত করে ভেবেছি। কোনো সভায় আপনাকে দেখবার জন্য কি ব্যাকুল হয়েছি এবং দেখতে পেয়ে অনিমেষ নেত্রে চেয়ে রয়েছি" (দ্রষ্টব্য: চক্রবর্তী, *ভক্ত ও কবি* ৩৫০)।

মনের নিভৃতলোকে ভাবুক কিশোর অজিতকুমার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সৃজন করে চলেছিলেন এক আকাঙ্ক্ষা - যার রূপ নিজের কাছে তখন স্পষ্ট ছিল না। সে সময়ে একবার এক বয়স্ক দেশমান্য পণ্ডিত সভায় রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্বন্ধে তীব্র নিন্দাবাদ শুনে বালক অজিতকুমার খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কবির এটা একটা নূতন খেয়াল, ইউরোপীয় সভ্যতায় প্রক্রিয়াজাত - এসব কথা শুনে তিনি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। একথা তিনি 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' গ্রন্থে জানিয়েছেন। কলেজজীবনে তাঁর কিশোর মনে বন্ধু

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

সতীশচন্দ্রের অন্তরঙ্গতা ও সান্নিধ্য এনে দিয়েছিল এক ব্যাপক পরিবর্তন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি সতীশচন্দ্রের ছিল অতলান্তিক শ্রদ্ধাভক্তি। অজিতকুমার আশ্চর্য হয়েছিলেন আদর্শর জন্য সতীশচন্দ্রের অসাধারণ আত্মনিবেদনকে অনুভব করে। একই পথের পথিক হতে তাই তাঁর নিজের দিক থেকে কোনো বাধা হয়নি। পরবর্তীকালে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন যে তাঁরা দুজনে দিনরাত্রি কাব্যরসে সিক্ত হয়েছেন, তাঁর নাম 'জপমালার মত করে ধ্যান' করেছেন। তিনি লিখেছেন, "আপনি জানেন না কি গভীর প্রেমের পূজা আপনি তার কাছ থেকে পেয়েছেন। আমার মত পাষন্ডের হৃদয়কে সেই পূজাই বিগলিত করেছিল- সেই আমার conversion"। (দ্রষ্টব্য: চক্রবর্তী, *ভক্ত ও কবি* ৩২৩)।

এই দুই বন্ধুর নিবিড় অন্তরঙ্গতা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। আলমোড়া থেকে অজিতকুমারকে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন, সেটি এখানে উদ্ধৃত হল –

> স্নেহাস্পদেষু,
>
> তোমার চিঠি পাইয়া বড়ো খুশি হইলাম। তোমরা যে দুটি মধুকরের মত শান্তিনিকেতনের নীলাকাশ শতদলের প্রচ্ছন্ন মধুটুকু স্তব্ধ হইয়া আনন্দে উপভোগ করিতেছ ইহা আমার পক্ষে সুসংবাদ। তোমরা যেখানে যাত্রা করিতেছ তাহার পথ কাহাকেও দেখাইয়া দেওয়া চলে না। শান্তিনিকেতনে আমি এতদিন ধরিয়া এত লোক জোটাইয়াছি, কত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ এই মাঠের উপর দিয়ে মৌন সন্ন্যাসীর মতো চলিয়া গেছে- কে বা তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছে প্রশ্ন করিয়াছে, কে বা এই দিগন্ত প্রসারিত আকাশের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াইয়া বিশ্বলোকের সহিত অন্তরাত্মার নিগূঢ়যোগ অনুভব করিয়াছে? তোমরা কি বিশ্বের কি মানবপ্রকৃতির, কি সংসারের, কি সাহিত্যের বহির্দ্বারের জনতা ছাড়াইয়া নিভৃত অন্তঃপুরের মধ্যে লক্ষ্মীদেবীর স্বহস্তের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে ইহাতে আমি আশান্বিত হইয়াছি। পাণ্ডবগণ অক্ষৌহিনী নারায়ণী সেনাকে ছাড়িয়া এক কৃষ্ণকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহারা জয়ী হইয়াছিলেন। তোমরাও পুঁথিগত অভ্যস্তবিদ্যার পথ, সহস্রের পথ, সমালোচকের পথ ছাড়িয়া নিজের অন্তরতম ধ্রুব আদর্শের এক মহাপথ ধরিয়া সার্থকতায় উত্তীর্ণ

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

> হইবে এই আশা করিতেছি। সতীশের সম্মুখে একটি সার্থক পরিণাম প্রতীক্ষা করিয়া আছে ইহা আমি বিশ্বাস করি – তুমিও তাহার সঙ্গী হইবে এই আমার কামনা। ইতি-
>
> শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (দ্রষ্টব্য: চক্রবর্তী, *ভক্ত ও কবি* ০৩)

রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারকে দেখে বুঝতে পেরেছিলেন তিনি তাঁর আশ্রম বিদ্যালয়ের জন্য যেরকম মানুষ খুঁজছিলেন অজিতকুমার সেই ধরনেরই মানুষ। তরুণ অজিতকুমারকে মানসিক দিক দিয়ে উন্নত করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথের নিরলস প্রচেষ্টা ছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন অজিতকুমার প্রধানত ভাবের মানুষ। ভাবের লোক আর কাজের লোকের সংমিশ্রণ যে আমাদের দেশে দুর্লভ সে বিষয়ে তিনি অজিতকুমারকে লিখলেন-

> তুমিও কর্ম্মের ভিতর দিয়ে বিশুদ্ধ হয়ে সেই উদার মুক্তির ক্ষেত্রে বৃহৎ সত্যের আনন্দে আপন অন্তরটিকে প্রসারিত করে দেবে এইটে যে আমি কেবল বহুদিন কামনা করেছি তা নয় আমি নিশ্চয় জানি তোমার এ অবস্থা ঘটবে। কর্ম্মের সংঘর্ষে তোমার হৃদয়গ্রন্থি যে ক্রমশ কতটা পরিমাণে ছিন্ন হয়ে আসবে তা আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছি। . . . একটানা অগ্রসর হবার দৃশ্য বিশ্বে কোথাও দেখা যায় না- অতএব বারবার সঙ্কুচিত প্রসারিত হতে হতে যখন চলবে মনকে হতাশ হতে দিও না- তুমি সামনের দিকে চলছ- এটা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ঈশ্বর তোমাকে বল দিন এবং বলের সঙ্গে শান্তি দিন- নিজের ও বাহিরের সঙ্গে অকারণ সংগ্রাম করে বলের অপব্যয় কোরো না এই আমি প্রার্থনা করি। (দ্রষ্টব্য: চক্রবর্তী, *ভক্ত ও কবি* ১০)

সংকোচন আর প্রসারণের মধ্য দিয়েই জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, নিজের ও বাইরের সঙ্গে সংগ্রাম করলে শক্তির অপব্যয় হয়- এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বারবার অজিতকুমারকে সাবধান করে দিতেন। কিন্তু সংসারের প্রতিটি মানুষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির, ভিন্ন চরিত্রের, ঘটনার সংঘাত তাই ঘটে যায় আর মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাতে মানুষের আসল পরিচয় পাওয়া যায় না। আমরা দেখেছি অজিতকুমারের জীবনের পথ কোনোদিনই মসৃণ ছিল না। মানসিক যন্ত্রণা তাকে বিক্ষত করত। মোকাবিলা করে চলতে

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

হয়েছে সারা পরিবারের অর্থভার বহনের জন্য। অথচ তাঁর নিজের জন্য তো অর্থের চাহিদা ছিল না। গরমের সময়েও "শতচ্ছিন্ন ধুতি গিঁট পরিতেন ও সেই দারিদ্র্য ঢাকিবার জন্য বড়ো কোটটি উহার উপর পরিতেন (ঠাকুর ৭৭)।

বিদ্যালয়ের জন্য পুত্রের ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারকে তাঁর মা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। এক তীব্র বৈপরীত্যের মধ্যে চলার ফলে রবীন্দ্রনাথ ও অজিতকুমারের মধ্যে অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝির, মান অভিমান হয়েছে। একবার রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন-

> বৌমা কিছুদিন পূর্বে আমাকে লিখেছিলেন যে তুমি বিদ্যালয়ের জন্য যে ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করছ সেটা তোমার পরিবারের পক্ষে অতিরিক্ত হওয়াতে অশান্তির কারণ হচ্ছে অতএব এ ত্যাগটা গ্রহণ করা উচিত হচ্ছে না। যদি কথাটা এই হয় যে, তুমি আমাকে কিছু দিচ্ছ তাহলে আমি সেটা নিতে পারিনে- আমার সেটা নেবার অধিকারও নেই। . . . যদি আমার সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত কোনো শ্রদ্ধা বা অনুরাগ বা বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধবশত অথবা ত্যাগ স্বীকারের একটা স্পর্ধাবশতই তুমি কষ্ট সহ্য করচ তাহলে এই বন্ধন ছেদন করা উচিত সে কথা বলাই বাহুল্য। (দ্রষ্টব্য: চক্রবর্তী, *ভকত ও কবি* ১৩)

উপরোক্ত এমন কঠিন কথা লেখক ও প্রাপক উভয়ের পক্ষেই ছিল মর্মান্তিক। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কেবল বেদনা, ক্ষোভ ও অভিমান নয়, ছিল গুরুতর দায়িত্ব যাতে শিষ্য সর্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করে নিজের পথ ঠিক করতে পারে। তিনি আন্তরিকভাবে অজিতকুমারের মঙ্গল কামনা করতেন। বৈষয়িক ব্যাপারটা অন্ধভাবে চাপা না দিয়ে যাতে স্বচ্ছন্দে পারিবারিক দায়িত্ব পালন করতে পারেন সে বিষয়ে নানা নির্দেশ তিনি অজিতকুমারকে দিয়েছেন। একথাও জানালেন যে আশ্রমে কাজ করতে করতেই অজিতকুমার আইন পরীক্ষা দিয়ে অন্যপথে জীবনকে চালাতে পারেন যদিও তিনি ভাবতেন 'সাহিত্যানুরাগী গ্রন্থপাঠাসক্ত ভাবুক ব্যক্তির পক্ষে সাংসারিক অভাব পূরণের জন্য বর্তমান কাজই সবচেয়ে ভালো।' আত্মীয়স্বজনের নিয়ত অভিযোগ, বিরোধ ক্রমাগত জমা হতে থাকলে এক সময় সামান্য কারণে বিপ্লব ঘটে গিয়ে যদি তাঁদের দুজনার সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে সে আঘাত তাঁর পক্ষে কষ্টকর হবে। অজিতকুমার তখন একুশ বছরের যুবক। তাঁর আদর্শ অনুসরণ সত্য ছিল। কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করে মা ও ভাইদের

অগ্রাহ্য করে চালাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাস্তব সংকটে দুটি মানুষই বিপন্ন হচ্ছেন, দুটি প্রাণই ভিতরের দিক থেকে পরস্পরকে আকর্ষণ করছে তবু দুই সংবেদনশীল ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বোধের দুঃখ দুই মনকে আহত করতে থাকে। কিন্তু ভিতরে ঠিকই বহমান থাকে স্নেহ, প্রেম এবং শ্রদ্ধা ভালোবাসার ফল্গুধারা। তাই এইসব কিছু ছাপিয়ে তাঁদের মধ্যে সংযোগ হতেও দেরি হয় না। সতীশচন্দ্র রায়ের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী পালনের সংবাদ অজিতকুমারের চিঠিতে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে প্রসঙ্গক্রমে বলেন-

> আমি যে কাকে চাচ্চি কেমন করে চাচ্ছি, সমস্ত জীবনটা যে কোন উদ্দেশ্যে চলেছে সেই প্রশ্নের উত্তরটা যখন তোমাদের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে আমার কাছে আসে তখন আমি বিশেষ একটা শক্তি লাভ করি- বুঝতে পারি আমার কোনো সত্য যদি তোমাদের সম্মুখে মূর্তিগ্রহণ করে থাকে তবে সেটা কাল্পনিক নয়। নিজের জীবনের মূলগত সত্যকে কর্মক্ষেত্রে এবং তোমাদের মধ্যে যতই স্পষ্ট করে দেখতে পাব ততই তার জন্যে ত্যাগ আমার পক্ষে সহজ, দুঃখ আমার আনন্দময় হয়ে উঠবে। এই জন্যেই তোমার আজকের চিঠিখানি পড়ে আমার বিশেষ উপকার হল, কত উপকার হল তা তুমি জানতে পারবে না। (দ্রষ্টব্য: চক্রবর্তী, *ভক্ত ও কবি* ৩০)

স্কুল পরিচালনা করার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় অজিতকুমার চক্রবর্তীর উপর নির্ভর করতেন। তাছাড়া বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনাও করতেন বিভিন্ন সময়ে। দুজনের মতামত বিনিময় হয়েছে। যেমন গীতা নিয়ে দুজনের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে বলছেন, “গীতা নিয়ে তুমি যেটা বলেচ- এটা চিন্তা করে দেখবার বিষয়। গীতার ঠিক ইতিহাসটি পাওয়া গেলেই ওর হেঁয়ালির মীমাংসা পাওয়া যেত। গীতার মধ্যে কোনো একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ প্রয়োজনের সুর আছে- তাই এর নিত্য অংশের সঙ্গে ক্ষণিক অংশ জড়িয়ে গিয়ে কিছু যেন বিরোধ বাধিয়ে দিয়েছে” (দ্রষ্টব্য: চক্রবর্তী, *ভক্ত ও কবি* ২৪)। অজিতকুমার চক্রবর্তীর উপর রবীন্দ্রনাথের একটি গভীর আশা ছিল। অজিত চক্রবর্তীর জন্মদিন উপলক্ষে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন-

> তুমি জান তোমাকে যেমন আমি স্নেহ করি তেমনি তোমার পরে আমার একটা শ্রদ্ধা এবং আশা আছে। নিশ্চয় জেনো সে আশা আমার নিজের যুক্ত নয়, এমনকি বিদ্যালয়ের সঙ্গেও যুক্ত নয়। তোমার বিকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে এতেই আমার আনন্দ। তোমার স্বাভাবিক সৃষ্টিশক্তি এবং সৃষ্টির ক্ষেত্র অসামান্য রূপে বেড়ে যাবে সেটাকেই আমি আমার লাভ বলে মনে করব- আমি কখনো লেশমাত্র তোমার জীবনের পথকে যেন রোধ না করি- তোমার চিত্ত যে পথে যেভাবে সম্পূর্ণ পরিণামকে লাভ করবে আমার দ্বারা যদি সম্ভব হয় তবে আমি যেন সেই দিকেই আনুকূল্য করি। তুমি বড়ো হয়ে ওঠো- এছাড়া আমি তোমার কাছে আর কিছুই চাইনে। (দ্রষ্টব্য: চক্রবর্তী, *ভক্ত ও কবি* ৭০)

অন্যদিকে অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথকে বাল্যকাল থেকেই মনে মনে পূজা করতেন সেকথা আগেই উল্লেখ করেছি। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভকে তিনি জীবনের সবথেকে বড়ো পাওনা বলে মনে করতেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমকেও তিনি মন দিয়ে ভালোবাসতেন। আশ্রমের জন্য তিনি বহু কষ্টকে হাসিমুখে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি 'জীবনের ধ্রুবতারা' রূপে বরণ করেছিলেন। ২৫ তম জন্মদিনে অজিতকুমার রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন, "আজ আমার জন্মদিন- আজ আমি ২৪ বৎসর পার হয়ে ২৫ বৎসরে পা দিলাম। আজ ভোরে উঠেই তাই আপনার কাছে এলাম। জীবনের ভিতরের দিকে চেয়ে আপনার মত এমন নিকটতম আর কাউকে তো মনে পড়ে না" (দ্রষ্টব্য: চক্রবর্তী, *ভক্ত ও কবি* ২৩৭)। আর একটি চিঠিতে অজিতকুমার রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন-

> আমার জীবনের সমস্তই আপনার – একথা যদি বলি তবে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না- এবং এই কথাই আমি প্রতিদিন অত্যন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করি- যেটুকু আমার মন্দ সেটুকু কেবল আমার নিজের, যেটুকু আমার ভালো সেটুকু সমস্তই আপনার। আমার তরুণ বালক বয়স হইতে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত বুদ্ধি, কল্পনা, অনুভূতি, আমার গভীরতম মর্ম্ম আপনি জানিয়া এবং না জানিয়া ভিতর হইতে কেবলই খুলিয়া দিয়া আসিয়াছেন। (দ্রষ্টব্য: চক্রবর্তী, *ভক্ত ও কবি* ২৭৪)

অজিতকুমারের পারিবারিক অর্থসমস্যা সমাধানের জন্য রবীন্দ্রনাথ বিশেষ চেষ্টা করেছেন। International পত্রিকায় মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়ে দিলে ১০০ টাকা করে অজিতকুমার যাতে পান সে বিষয়ে তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে বলেছিলেন। সেটা ১৯০৯ সাল। অজিতকুমারকে এ বিষয়ে জানিয়ে প্রথম প্রবন্ধ 'ইংরেজি সাময়িক সাহিত্যে প্রাচ্য জাতিদের বিরূপ চিত্রাংকন' বিষয়ে লেখার জন্য চিঠি লেখেন। ওই চিঠিতেই তিনি লিখলেন, "'ছুটির পড়া' যদি তোমাদের ওখানে পাঠ্যরূপে চলে তাহলে কুড়িখানা বই ছাত্রদের কেনা হলে তার মূল্য তুমি নিয়ো। এই বই ক'খানি আমার অতএব এর দাম তুমি নিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়ো না" (দ্রষ্টব্য: চক্রবর্তী, *ভক্ত ও কবি* ১৩)। অজিতকুমার বিদেশে গিয়ে নিজের বিকাশ পূর্ণ করতে পারবেন, এমন গভীর আস্থা ও প্রবল আশা রবীন্দ্রনাথ করতেন। কিন্তু লণ্ডনে গিয়ে অজিতকুমার প্রচণ্ড শারীরিক অসুস্থতায় পড়েন এবং দেশে ফিরতে বাধ্য হন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে অজিতকুমার অর্থাভাবেও পড়েন। রবীন্দ্রনাথ এ সময় অজিতকুমারকে টাকা পাঠিয়েছেন। অর্থ গ্রহণে অজিতকুমারের একটি সংকুচিত ভাব থাকায় রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন, "আপনাকে এই দারুণ অর্থদণ্ডের মধ্যে ফেললুম বলে মনস্তাপ হচ্ছে। ফিরে গিয়ে দেখি যদি কোনো ব্যবস্থা করতে পারি। অযোগ্য অনাথ সেবক আপনার, বোঝা চাপাতেই পারে, ভার লাঘব করতে পারে না" (দ্রষ্টব্য: চক্রবর্তী, *ভক্ত ও কবি* ২৪৬)। কিন্তু অজিতকুমার যেন এ ধরনের কথা মনে স্থান না দেন সেজন্য রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "তুমি একটা কথা মন থেকে দূর করে দিয়ো। তুমি আমার কাছে ঋণী একথা মনে রেখো না। আমি তোমাকে ঋণ দিই নে। তোমার মধ্যে যদি কোনো শক্তি থাকে তবে সে শক্তি সফল করে তোলবার যে দায় সে কেবল তোমার নয়- সে আমারও" (দ্রষ্টব্য: চক্রবর্তী, *ভক্ত ও কবি* ৭৮)। বোঝা যায় একজন দায়িত্বশীল অভিভাবকের মতো রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারকে চিন্তামুক্ত রাখতে চেয়েছেন।

অজিতকুমারের বিদেশযাত্রার ফলে রবীন্দ্রনাথ অয়েকেন, র‍্যাট্রে প্রমুখ গুণী মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। অয়েকেন তাঁর Naturalism of Idealism বইটির ধারণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ধারণা বেশ মিল আছে বলে জানিয়েছিলেন এবং র‍্যাট্রে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছিলেন। অজিতকুমার রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করছেন – "আপনি একবার এদেশে আসুন। আপনি এলে চমৎকার হয়। সত্যি এদেশে ভারতবর্ষের বাণী শোনাবার দরকার আছে- এবং এরাও শোনবার জন্য উন্মুখ" (দ্রষ্টব্য:

চক্রবর্তী, *ভক্ত ও কবি* ২৫১)। একসময় শান্তিনিকেতনে অজিতকুমার সম্পর্কে কিছু অভিযোগ, ক্ষোভ বা ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছিল। অজিতকুমারের দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে শান্তিনিকেতনে তাঁর বিরুদ্ধে যতই ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হোক, তাঁর গুরু তাঁকে সত্যভাবেই চিনবেন – "আপনি আমার গুরু, আমার পিতা, আপনার মধ্যে তো আমি কোথাও বাধা পাই না। . . . আমি বিশ্বাস করছিনে যে আপনি আমার থেকে কিছুমাত্র দূরে গেছেন কিম্বা আমার সম্বন্ধে কোনোরূপ ব্যথিত হয়ে আছেন। এ সম্বন্ধে আপনার কোনো বলার অপেক্ষা আমি রাখি না" (দ্রষ্টব্য: চক্রবর্তী, *ভক্ত ও কবি* ২৫৩)।

সবশেষে অজিতকুমারের দুটি চিঠির অংশ উল্লেখ করব যাতে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর ভক্তিকে তাঁর বোধের আধার থেকে কখনও তিনি বিসর্জন দেন নি। কখনও সেই পিতৃপ্রতিম গুরুর কাছে শিশুর সারল্যে স্নেহার্থী হয়ে আকুল প্রার্থনা জানান আবার কখনও সোজাসুজি তাঁর ভালো-মন্দ বিচার করেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন-

> মাটির মধ্যে থাকলেও চারিদিকের উত্তাপ একটু চাই- ঠাণ্ডা মাটির ঢেলার মধ্যে ফুটব কি করে? তাই কেবলি আপনার দিকে তাকাই- আপনার একটুখানি স্নেহের স্পর্শ যে আমার জীবনে কতখানি তা আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না। আমার জীবন যদি পূর্ণ হয়ে ওঠে, তবে তার গভীরতর জায়গায় সে এই স্নেহটিকে সকলের চেয়ে বেশি করে দেখতে পাবে- আর যদি জীবন ভগ্ন ম্লান হয়ে যায় তবু ঐ স্নেহটির স্পর্শ তার পরম সান্ত্বনা হয়ে থাকবে। (দ্রষ্টব্য: চক্রবর্তী, *ভক্ত ও কবি* ৩১৮-১৯)

রবীন্দ্রনাথ বিদেশে থাকাতে যখন তাঁর কবিতার ইংরেজি অনুবাদ ছাপা হচ্ছে, তখন সেগুলি দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে অজিতকুমার নিজের একটি ইচ্ছের কথা জানালেন-

> আপনার কবিতার ছাপা ইংরেজি অনুবাদ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হয়ে রইলাম। আমি একটা ভরসা করে চাইতে পারি কি? আর একটি প্রার্থনা, গীতাঞ্জলির খাতা রোটেনস্টাইন নিলেন- সেখানে ঈর্ষা চলে না- কারণ তার চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না- কিন্তু আপনার চিরানুগত ভক্ত হয়েও আপনার কবিতার কোনো খাতা পাইনি- ভরসা করে চাইওনি। কিন্তু যদি বাঁচি তবে একটা আপনার memento আমার রাখবার মত

ISSN 2321-4805

> পেতে হবে- আমি কিছু চাইব না- যা আপনি খুশী হয়ে দেন। একটা কিছু চিরকাল স্মরণ করবার মত আপনার কিছু দেবেন। (দ্রষ্টব্য: চক্রবর্তী, *ভক্ত ও কবি* ৩০৮)

রবীন্দ্রনাথের প্রতি অজিতকুমারের ছিল অকৃত্রিম ভক্তি, শ্রদ্ধা। একটা সময় একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়ে স্নেহাভিমান হয়ত তৈরি হয়েছিল কিন্তু সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। রবীন্দ্রনাথও দায়িত্ববান অভিভাবকের মতো সামলেছেন সবকিছু, অজিতকুমার যেখানেই থাকুন না কেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর স্নেহ প্রীতির সম্পর্কে কোনোদিনই নষ্ট হয় নি। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথও অজিত চক্রবর্তীর কাছে নিজেকে মেলে ধরতে পেরেছিলেন। তাই উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সুত্রে আমরা জানতে পাই – লাবণ্যলেখাদেবীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন, "আমার জীবন এই পৃথিবীতে যাদের মধ্যে ব্যাপ্ত হতে পেরেছে তাদের মধ্যে অজিত ছিল অত্যন্ত নিকটবর্তী" (দ্রষ্টব্য: মুখোপাধ্যায় ১০৭)।

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

তথ্যসূত্র

চক্রবর্তী, অজিতকুমার। "রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক যুবক", *ভারতী,* ফাল্গুন, ১৩২৩।

চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ, সম্পাদক। *ভক্ত ও কবি: অজিতকুমার চক্রবর্তী- রবীন্দ্রনাথ পত্রবিনিময়*। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি, ২০০৭।

ঠাকুর, অমিতা। "অমিতা ঠাকুর সংগ্রহ।" রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, ১৯৯৭।

মুখোপাধ্যায়, উমাপ্রসাদ। *'অ্যালবাম' (সমগ্র)*। আনন্দ, ২০১৬।